

চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আত্মবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০।

প্রচার পত্র নং- ২০/২০১৬

তারিখঃ ১০/০৪/২০১৬খ্রিঃ

সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যগণের প্রতি,

প্রাইভেট আইসিডি গুলির খালি কন্টেইনার হ্যাভলিং রেইট নিয়ে বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন এর সাথে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৩/০৪/২০১৬ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় চবক বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্য/ সদস্যবৃন্দের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশক্রমে প্রচার করা হল।

স্বাক্ষরিত/-

মোহাম্মদ মুছা

সচিব

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (ট্রাফিক এর দপ্তর)

বিভিন্ন শিপিং এজেন্ট ও এমএলও- এর খাতে বন্দরের পশ্চাদ ভূমিতে অবস্থিত প্রাইভেট আইসিডি গুলির খালি কন্টেইনার হ্যাভলিং রেইট নিয়ে বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন এর সাথে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৩/০৪/২০১৬ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় চবক বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :-

সভার উপস্থিতি : (সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক)

১। চেয়ারম্যান, চবক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি উল্লেখ করেন যে, স্টেক হোল্ডার হিসাবে বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোস্ এসোসিয়েশনের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বৎসর সমূহে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে সকল স্টেক হোল্ডারগণ যেভাবে সহযোগিতা করেছেন বর্তমানেও সে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। চেয়ারম্যান, চবক আরো উল্লেখ করেন যে, প্রাইভেট ডিপো সমূহ কর্তৃক বর্ধিত বেশ কয়েকটি রেইট নিয়ে কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী ইতোমধ্যে সমঝোতা হয়েছে সেহেতু খালি কন্টেইনারের স্টোর রেন্ট এর বিষয়টিও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। চেয়ারম্যান, চবক উপস্থিত সকলকে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বিষয়টি আলোচনা করে সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

২। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে উভয় পক্ষের মতামত শ্রবণ করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় ও চবক বোর্ডের সদস্য মহোদয়গণ পৃথক পৃথক ভাবে উভয় পক্ষের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে একটি ২০' খালী কন্টেইনারের দৈনিক স্টোর রেন্ট ১০০(একশত) টাকায় নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উভয় পক্ষ তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয় যে, যেহেতু বিভিন্ন অফডক সমূহের কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ (Competitive Advantage) একই নয় এবং প্রত্যেক এম এল ও এর কাজের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। তাই মুক্ত বাজার অর্থনীতি বিবেচনায় এক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিযোগিতা ও নেগোশিয়েশনের সুযোগ থাকা উচিত। এ ব্যাপারে সভায় মত প্রকাশ পায় যে, এ ধরনের নেগোশিয়েসনের সুযোগ কিছুটা থাকলেও সেটা লাগামহীন না হয়ে সীমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর যৌথ সভায় বিষয়টি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নমতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক) বন্দর পশ্চাদ ভূমিতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাইভেট আইসিডি সমূহের খালি কন্টেইনারের স্টোর রেন্ট নিম্ন মতে নির্ধারণ করা হলো:-

প্রতি ২০' কন্টেইনার প্রতিদিন- ১০০/- (একশত টাকা)

প্রতি ৪০' কন্টেইনার প্রতিদিন- ২০০/- (দুইশত টাকা)

(২)

বিভিন্ন আইসিডি সমূহ তাদের অবস্থান, সার্ভিসের মান ও কাষ্টমারদের কাজের পরিমাণ, ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত মূল্য ছাড় দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

খ) ইতোমধ্যেই যৌথ কমিটির রিপোর্টের আলোকে বিকড়া কর্তৃক জারীকৃত প্রাইভেট আইসিডি সমূহের অন্যান্য হ্যাণ্ডলিং রেইট ভবিষ্যৎ Confusion এড়ানোর জন্য নিম্নমতে পুনরল্লেখ করা হলোঃ-

- i) Haulage Charge – ১০০০/- (এক হাজার টাকা) - ২০ কন্টেইনার
২০০০/- (দুই হাজার টাকা) - ৪০ কন্টেইনার
- ii) Stuffing Charge - ৩৬০০/- (তিন হাজার ছয়শত টাকা) - ২০ কন্টেইনার
৪৮০০/- (চার হাজার আটশত টাকা) - ৪০ কন্টেইনার
- iii) Lift On/Lift Off - ৩০০/- (তিনশত টাকা) - প্রতি কন্টেইনারের জন্য।

উক্ত বর্ধিত চার্জ সমূহ ০১/০৪/২০১৬ইং তারিখ হতে আদায়যোগ্য বা পরিশোধযোগ্য হবে মর্মে অনুষ্ঠিত সকলে সভায় ঐক্যমত পোষণ করেন।

পরিশেষে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় উল্লেখ করেন যে, সভায় উপস্থিত সকলপক্ষের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে একটি ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছে যা চট্টগ্রাম বন্দরের কাজ নির্বিঘ্ন রেখে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ
পরিচালক (ট্রাফিক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নং-ডিটি/শিপ/বিকড়া/২৯৭/(অংশ-২)/৩৯৯

তারিখঃ-০৫/০৪/২০১৬ইং

প্রচারপত্র নং- ২০